৪. সংবিধান সভার কার্যাবলী (আগষ্ট ১৭৮৯-সেপ্টেম্বর ১৭৯১)

১৭৮৯ সালের জুন মাসে টেনিস খেলার মাঠে তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা নতুন সংবিধান রচনার জন্য যে প্রতিজ্ঞা ও শপথ করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তা ১৭৯১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে সফল হয়। ফ্রান্সের জাতীয় সভা যখন সংবিধান রচনার কাজে হাত দেয়, তখন তা সংবিধান সভায় পর্যবসিত হয়। ১৭৮৯ সালে বিপ্লবের আঘাতে যখন পুরাতনতন্ত্রের অবসান ও সামন্ততন্ত্রের পতন হয়, তখন সংবিধান সভার কার্যাবলীর মধ্যে আমরা একটা গঠনমূলক প্রয়াস প্রত্যক্ষ করি। এডমণ্ড বার্ক ও তাঁকে অনুসরণ করে তেন (Taine) অবশ্য ফ্রান্সের সমাজকে ধ্বংস করার জন্য সংবিধান সভার সদস্যদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। অর্থাৎ তাঁদের দৃষ্টিতে সংবিধান সভার ধ্বংসের দিকটিই বেশি মাত্রায় ধরা পড়েছে। কিন্তু তাঁদের বক্তব্যও সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দেয়া যায় না। বস্তুতঃ সংবিধান সভার কার্যাবলীর মধ্যে ধ্বংস ও সৃষ্টি— দুটি দিকই আছে। তবে সংবিধান সভার মধ্যেই আমরা প্রথম কোন গঠন মূলক কাজের পরিচয় পাই। তাই সংবিধান সভার কার্যাবলীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

Scanned with CamScanner

সংবিধান সভার কার্যাবলী বিশ্লেষণ করার আগে এই সভার গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমতঃ সংবিধান সভার সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি। তাই আইনজীবী, ব্যবসায়ী, পূর্বতন সরকারী কর্মচারী প্রভৃতিরাই ছিলেন এই সভার মূল চালিকা শক্তি। তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সদস্যরাও এই সভার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। প্রায় ৫০ জন প্রগতিশীল অভিজাত, ৪৪ জন বিশপ ও ২০০ জন নিম্ন যাজক এই সভার কাজে অংশ নিয়েছিলেন। কৃষক ও সাধারণ মানুষ সংবিধান সভার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না বললেই হয়। যাই হোক সংবিধান সভায় বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্য থাকায় এটা স্বঃতসিদ্ধ ছিল যে, নতুন সংবিধান রচিত হবে তাদের স্বার্থের দিকে তাকিয়েই। দ্বিতীয়তঃ সংবিধান সভার সদস্যরা ছিলেন যথেষ্ট শিক্ষিত এবং দার্শনিকদের রচনা ও আদর্শের সঙ্গে সুপরিচিত। কাজেই নতুন সংবিধানের মধ্যে আমরা দার্শনিকদের মতাদর্শ ও চিন্তাধারার প্রতিফলন পাই। তবে এই সভার সদস্যগণ যে সব সময় কল্পনাবিলাসী ছিলেন, বা ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হ'য়েছিলেন, সে কথা মনে করার কোন কারণ নেই, যদিও এই ধরণের একটা ধারণা অনেকেই পোষণ করেন। দার্শনিকদের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হ'লেও তাঁরা বাস্তব অবস্থা বা প্রয়োজনের কথা ভুলে যান নি। বস্তুতঃ অনেক সময় অতিরিক্ত বাস্তববাদী হ'তে গিয়ে এবং মূলতঃ নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার দিকে নজর দিতে গিয়েই তাঁরা এমন কিছু ভুল ভ্রান্তি করেছিলেন যে, তার ফলে তাঁদের রচিত সংবিধান দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। আবার অনেক সময় এমনও হ'য়েছে যে, দার্শনিকদের রচনা আক্ষরিক অর্থে অনুসরণ করতে গিয়ে তাঁরা বাস্তব বোধ হারিয়ে ফেলেছিলেন। আসলে সংবিধান রচনা সম্পর্কে তাঁদের কোন বাস্তব ও পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হলেও তাঁদের কাজে অনেক ভুল ত্রুটি থেকে গিয়েছিল এবং কিছুটা সেই কারণেই এই সংবিধান বাস্তবে কার্যকরী করা যায় নি।

সংবিধান সভায় যাঁরা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম দিকে ছিলেন মুনিয়ের (Mounier) ও মোলেৎ (Malouet)। এঁরা চলে যাবার পর সংবিধান সভার নেতৃত্ব চলে যায় মধ্য ও বামপন্থী নেতা বারণেভ (Barnave), ডুপোঁ (Duport) ও চার্লস্ ল্যামেথের (Charles Lameth) হাতে। এ ছাড়াও ছিল গণতন্ত্রীদের একটি ছোট গোষ্ঠী, যাঁদের মধ্যে রোবসপীয়ারের (Robespierre) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংবিধান সভার একজন উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন সাইয়েস (Sieyes)। লাফায়েৎ, মিরাবো (Mirabeau), ট্যালির‍্যাণ্ড (Talleyrand) প্রভৃতি নেতাও সংবিধান সভায় সক্রিয় ছিলেন।

সংবিধান সভার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হলো "মানুষ ও নাগরিকের অধিকার ঘোষণা" (২৬শে আগষ্ট, ১৭৮৩)। সাধারণ ক্যাহিয়ারগুলির মধ্যেই মানুষের অধিকার সংক্রান্ত নীতি ঘোষণা করার দাবী করা হ'য়েছিল। বেশ কিছুদিন ধরেই এই বিষয়টি নিয়ে নেতাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলেছিল। এটির খসড়ার মধ্যে লাফায়েৎ, মুনিয়ের, ট্যালির‍্যাণ্ড, ল্যামেথ প্রভৃতির অভিমতই প্রকাশ পেয়েছিল। এটি রচনার সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতি টমাস জেফারসন (Thomas Jefferson) স্বয়ং প্যারিসে উপস্থিত ছিলেন এবং মানুষের অধিকার ঘোষণা করে ফ্রান্সে যে দলিল রচিত হ'য়েছিল, তার সঙ্গে আমেরিকা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের

Scanned with CamScanner

মতাদর্শের সাদৃশ্য অস্বাভাবিক ছিল না, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই প্রেরণার উৎস ছিল লক (Locke), মন্তেস্কু (Montesquieu) ও রুশোর (Rousseeu) মত দার্শনিকদের সাধারণ আইন বা Natural Law এর মতাদর্শ। বস্তুতঃ মানুষের অধিকারের রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে মন্তেস্কু ও রুশোর দার্শনিক তত্ত্ব, ধর্মীয় চিন্তার মধ্যে আমরা পাই গ্যালিকান চার্চের মানসিকতা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে অনুপ্রেরণার উৎস ছিল ফিজিওক্র্যাট (Physiocral) চিন্তাধারা।

মানুষের অধিকার পত্র ঘোষণার মধ্যে আমরা স্পষ্টতঃ দুটি তাত্ত্বিক বক্তব্য পাই। প্রথমটি হলো কয়েকটি স্বাভাবিক বা সহজাত অধিকার। দার্শনিকদের বক্তব্য ছিল মানুষ স্বাধীন হ'য়েই জন্ম গ্রহণ করে এবং জন্মসূত্রেই সে কয়েকটি অধিকার দাবী করতে পারে। এই সব অধিকার হলো— স্বাধীনতা, সম্পত্তি, নিরাপত্তা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার। এই সব অধিকার অত্যন্ত পবিত্র ও হস্তান্তরযোগ্য নয়। স্বাধীনতা বলতে এখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও বাক্ স্বাধীনতা উভয়কেই বোঝানো হ'য়েছে। সপ্তম ধারায় (Article VII) স্পষ্টই বলা হ'য়েছিল যে, বিনা বিচারে বা আইনের পথ ছাড়া কাউকে অভিযুক্ত, গ্রেপ্তার বা বন্দী করা যাবে না। বিচারের নামে অত্যাচারও নিষিদ্ধ হয়। আইনের দৃষ্টিতে সবাইকে সমান বলে ঘোষণা করা হয়। নাগরিক অধিকার ও করের ক্ষেত্রে সাম্যের আদর্শ উচ্চারিত হ'য়েছিল। মানুষের অধিকার সংক্রান্ত দলিলটি ছিল পুরাতনতন্ত্রের বিচার ব্যবস্থায় নৈরাজ্য ও লেত্রি-দ্য-কেশের (Lettres de Cachet) মত দমনমূলক ও অত্যাচারী নীতির বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। অন্যদিকে সম্পত্তির অধিকার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অধিকার ছিল যথাক্রমে সামন্ততন্ত্রের পতনের ফলে ভূস্বামীদের ক্ষতি পূরণের প্রয়াস ও ১৪ই জুলাই বাস্তিল আক্রমণের বৈধীকরণের প্রচেষ্টা। দ্বিতীয় তত্ত্ব বা আদর্শটি হলো জাতীয় সার্বভৌমত্ব। তৃতীয় ধারায় (Article III) বলা হলো যে, ফ্রান্স দেশটি রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তির পর্যায়ে পড়ে না। সাধারণ মানুষ ও যে কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার উৎস হলো ফরাসী জাতি। আইন হচ্ছে জনগণের ইচ্ছার (General Will) অভিব্যক্তি। কাজেই প্রতিটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে অথবা জনপ্রতি-নিধিদের মারফৎ দেশের নীতি নির্ধারণ ও কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করতে পারে। জনগণের অনুমতি ছাড়া কোন কর ধার্য করা যাবে না। সরকারী কর্মচারীগণ তাদের কাজ কর্মের জন্য জনগণের কাছে দায়ী থাকতে বাধ্য। ক্ষমতা বিভাজনের উপরও জোর দেয়া হয়।

শুধু ফ্রান্সের ইতিহাসেই নয়, সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে মানুষের আধকার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল, কারণ এর মধ্যে শুধু ফ্রান্সের মানুষের অধিকারের কথাই বলা হয় নি; সারা পৃথিবীর মানুষের অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ এর আবেদন সর্বজনীন ও সর্বকালীন। সমস্ত মানব জাতির কাছে এটি অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এখানেই ফরাসী বিপ্লব বিশ্ব বিপ্লবের মর্যাদা দাবী করতে পারে। অন্যদিকে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, এই মানব দলিলে কেবলমাত্র কতকগুলি তত্ত্ব বা আদর্শ এবং ফরাসী বিপ্লবের মর্মবাণী উচ্চারিত হয় নি; এর মাধ্যমে পুরাতনতন্ত্রের কয়েকটি অত্যাচারী নীতি ও দোষত্রুটির বিরুদ্ধেও আক্রমণ শানিত হ'য়েছিল। অর্থাৎ এর একটা বাস্তব ও কার্যকরী দিকও ছিল। ঐতিহাসিক অলার (Aulard) তাই মানুষের অধিকার সংক্রান্ত দলিলকে পুরাতনতন্ত্রের

Scanned with CamScanner

মৃত্যুপত্রোমানা 'a death certificate of the old Regime' বলে অভিহিত করেছেন। রুশেও প্রায় একই কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায়— "It sounded the death-knell of the old Regime..." কল্যানের মতে— "The Declaration of Rights was the death warrant of the system of privilege and so of the ancien regime. In this respect it inaugurated a new age." এর ফলে ফ্রান্সে দৈবসত্ত্ব নীতির অবসান ঘটে। স্বৈরতন্ত্রও অতীতের বস্তুতে পরিণত হয়। পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয় জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা।

মানুষের অধিকার পত্রের কিছু ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। মুখে মানুষের অধিকারের কথা বলা হলেও, আসলে কিন্তু এর মধ্যে প্রতিফলিত হ'য়েছে বুর্জোয়া শ্রেণীর সংকীর্ণ স্বার্থ। এই মানব দলিলের প্রথম ধারায় (Article I) প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকারের কথা বলা হলেও রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্য সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করা হয় নি। (অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথাও বলা হয় নি।) কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার যেমন, সংগঠনের অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা ও শিক্ষার অধিকার কোথাও উল্লেখিত হয় নি। অন্যদিকে মানুষের অধিকারের কথা সোচ্চারে ঘোষণা করা হলেও নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে এই দলিল সম্পূর্ণরূপে নীরব। গণতান্ত্রিক চিন্তাধারাও এর মধ্যে ব্যক্ত হয় নি। তা সত্ত্বেও যদি ফরাসী বিপ্লবকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উৎস বলে মনে করা হয়, তবে তার জন্য দায়ী পরবর্তী ঘটনাবলী। প্রথম পর্যায়ের বিপ্লবীদের এই ধরণের কোন উদ্দেশ্য ছিল না এবং স্বাভাবিকভাবেই তা মানুষের অধিকার পত্রে উচ্চারিত হয় নি। এই সব ত্রুটি সত্ত্বেও মানুষের অধিকার পত্র ছিল সমসাময়িক ইউরোপের সর্বত্র পুরাতন্ত্রের সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এই ভাবেই ফরাসী বিপ্লব ইউরোপের রাজন্যবর্গের কাছে দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কার কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। আবার এ কথাও সত্য যে, বুর্জোয়ারা এই ঘোষণা পত্রের মাধ্যমে তাদের শ্রেণীস্বার্থ সিদ্ধ করতে সচেষ্ট হলেও সাম্য ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করে বহু মানুষকে বিপ্লবের জন্য অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করতে সক্ষম হ'য়েছিল। যোগ্যতা থাকলে যে বংশ কৌলীণ্য ছাড়াই কেউ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে, তা অনেককে উদ্দীপ্ত করেছিল। এইভাবে ব্যক্তি স্বতন্ত্র বোধের জন্ম হ'য়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে উন্মোচিত হ'য়েছিল এক নতুন আশা। লেফেভরের ভাষায়— "The mythic character of the French Revolutions unfolded." মানুষ স্বপ্ন দেখতে শিখেছিল এমন এক পৃথিবীর যেখানে শান্তি বিরাজ করবে; থাকবে না দারিদ্র ও অত্যাচার। মানুষের সেই আশা ও স্বপ্ন প্রকাশ পেয়েছিল কাব্য ও সাহিত্যে।

সংবিধান সভার আসল কাজ ছিল ফ্রান্সের জন্য একটি সংবিধান রচনা করা। দীর্ঘ পরিশ্রমের পর ১৭৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে এই কাজ সম্পূর্ণ হয়। ১৭৯১ সালে যে সংবিধান প্রণীত হয়, তার ফলে ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। মানুষের অধিকার ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবে বলা হ'য়েছিল যে, শাসকের ক্ষমতার উৎস জনগণ ও তাদের কাছেই শাসক দায়বদ্ধ। লেফেভরের মতে ১৭৮৯ সালের অক্টোবর দিনগুলিতেই আধুনিক নিয়মতান্ত্রিক মতবাদের জন্ম হ'য়েছিল। যাই হোক এই সংবিধানে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রে কোন ছেদ পড়ে নি। তবে রাজার উপাধি "ফ্রান্সের রাজা" বদল করে তা করা হলো "ফরাসী জনগণের রাজা।" এর ফলে দৈবসত্ত্ব নীতির অবসান হলো। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র সত্ত্বেও কিন্তু রাজার হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা রইল। তাঁর ইচ্ছানুসারে ও নির্দেশ অনুযায়ী সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা,

Scanned with CamScanner

রাষ্ট্রদূতেরা এবং ৬ জন মন্ত্রী নিযুক্ত হতে পারতেন। ক্ষমতা বিভাজন নীতি অনুসারে তিনি আইন সভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 'স্থগিতাদেশ' বা suspensive veto প্রয়োগ করতে পারতেন পর পর দুটি আইন সভায়, অর্থাৎ অন্ততঃ চার বছরের জন্য। এর পর অবশ্য তিনি কিছু করতে পারতেন না। এক কথায় তিনি ছিলেন কার্যকরী বিভাগের সর্বময় কর্তা। তবে কয়েকটি বিষয়ে তাঁর ক্ষমতা যথেষ্ট সঙ্কুচিত করা হ'য়েছিল। যেমন তিনি আইন সভার কাজ মুলতুবী বা স্থগিত রাখতে পারতেন না। আইন সভা ভেঙ্গে দেবারও কোন অধিকার তাঁর ছিল না। এমন কি কোন আইন প্রস্তাব করাও তাঁর ক্ষমতার বাইরে ছিল। রাজার নিজস্ব ব্যয় নির্বাহের জন্য ২৫ মিলিয়ান লিভ্র তাঁর হাতে তুলে দেয়া হয়। কিন্তু জনগণের অনুমতি ছাড়া তিনি কর ধার্য করতে পারতেন না। তাঁর বলপ্রয়োগ করার ক্ষমতাও আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। অন্যদিকে রাজা মন্ত্রীদের নিযুক্ত করলেও, তাঁরা তাঁদের কাজ কর্মের জন্য তাঁর কাছে নয়, আইন সভার কাছে জবাবদিহি করতেন। আবার রাজা যুদ্ধ ঘোষণা করলেও বা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করলেও তার জন্য আইন সভার অনুমতি নিতে বাধ্য ছিলেন।

দেশের আসল ক্ষমতা ছিল আইন সভার হাতে। ফ্রান্সে একটি এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার ব্যবস্থা করা হয়। এর সদস্য বা ডেপুটিরা দু-বছরের জন্য জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হতেন। কর প্রস্তাব ও আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আইন সভার ক্ষমতা ছিল চূড়ান্ত। লক্ষ্য করার বিষয় মুখে সাম্যের কথা বলা হলেও জনগণের সবাইকে ভোটাধিকার দেয়া হলো না। সম্পত্তির ভিত্তিতে জনগণকে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়— এই দুটি ভাগে বিভক্ত করা হ'লো। নিষ্ক্রিয় নাগরিকদের ভোটাধিকার ছিল না। অর্থাৎ একমাত্র সক্রিয় নাগরিকগণই ভোট দিতে পারতেন। দুটি স্তরে ভোটদানের ব্যবস্থা করা হয়। ২৫ বা তার চেয়ে বেশি বয়সের যে সব পুরুষ তিন দিনের অদক্ষ শ্রম কর হিসাবে প্রদান করতো তারা প্রাথমিক পর্বে ভোট দিতে পারতো। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে, অর্থাৎ যেখানে ডেপুটিরা নির্বাচিত হতেন, সেখানে ১০০ জন সক্রিয় নাগরিকদের মধ্যে মাত্র একজন ভোট দিতে পারতো। এই ভোটদাতাকে প্রত্যক্ষ কর হিসাবে সরকারকে দশ দিন শ্রমের সমতুল্য অর্থ দিতে হতো। আইন সভার সদস্য পদ লাভ করতে হলে প্রার্থীকে একটি রৌপ্য মুদ্রা (৫৪ ফ্রাঙ্ক) বা ৫২ লিভ্র করদাতার যোগ্যতা অর্জন করতে হতো। এক কথায় ভোটদাতা ও প্রার্থী উভয়কেই সম্পত্তির অধিকারী হতে হতো। ফ্রান্সে নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় নাগরিকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে তিন মিলিয়ান ও সোয়া চার মিলিয়ান। প্রাথমিক পর্যায়ে পঞ্চাশ হাজার নির্বাচক নির্বাচিত হতেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁরাই ভোট দিতেন এবং ৭৪৫ জন সদস্য নির্বাচিত করতেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে মোট ভোটদাতার সংখ্যা ছিল খুবই অল্প।

সংবিধান সভার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদী অবদান হলো স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত সংস্কার। আগেকার ইনটেনড্যান্ট পদ বাতিল করা হলো। এর ফলে রাজতন্ত্রের বাঁধন আরও শিথিল হলো। স্থানীয় শাসনকে ঢেলে সাজানোর জন্য সমগ্র ফ্রান্সকে প্রায় সম আয়তন বিশিষ্ট তিরাশিটি ডিপার্টমেন্টে ভাগ করা হলো। সেগুলিকে আবার জেলা, ক্যান্টন ও কমিউনতে উপবিভক্ত করা হলো। বর্তমান সংবিধানে স্থির হলো যে, স্থানীয় শাসনের দায়িত্ব সরকার মনোনীত কর্মচারীদের হাতে না রেখে নির্বাচিত কমিটির হাতে তুলে দেয়া হবে। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া ছিল পৌর বিপ্লবের অনিবার্য পরিণতি। তবে কেন্দ্রের মত স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রেও ভোটাধিকার কেবলমাত্র সক্রিয় নাগরিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

Scanned with CamScanner

নতুন সংবিধানে বিচার ব্যবস্থায় পুরাতনতন্ত্রের কিছু দোষ ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করা হয়। পালার্ম ও লেত্রি দি কেশে অতীতের বিষয়ে পরিণত হয়। আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে ফ্রান্সেও বিচার বিভাগকে কার্যকরী সভা থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হয়। আইনের দৃষ্টিতে সবাইকে সমান বলে ঘোষণা করা হয়। সবাই যাতে সুবিচার পায়, সে ব্যবস্থা করা হয়। শাস্তির নামে অত্যাচার নিষিদ্ধ করা হয়। প্রত্যেক জেলায় একটি করে আদালত স্থাপিত হয়। এখান থেকে আপিল করতে হলে পার্শ্ববর্তী জেলা আদালতগুলির দ্বারস্থ হতে হতো। ফৌজদারী বিচারের ক্ষেত্রে সাধারণ মামলার দায়িত্ব দেয়া হয় পৌরসভাগুলিকে। গুরুতর অপরাধের বিচার করতেন Justice of the Peace এবং একটি বিভাগীয় বিচারালয় ছিল হত্যা সংক্রান্ত মামলার দায়িত্বে। Court of Appeals এবং High courts ছিল দুটি জাতীয় ট্রাইবুন্যাল। আদালতের বিচারপতিরা নির্বাচনের মাধ্যমে নিযুক্ত হতেন। তাঁদের নিয়মিত বেতন দানের ব্যবস্থাও করা হয়।

অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে সংবিধান সভার অবদান ছিল অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ। ১৭৮৯ সালের গ্রীষ্মকালের মধ্যে পুরাতন কর ব্যবস্থার প্রায় অবলুপ্তি ঘটেছিল। টেইলি, গ্যাবেল, টাইদ প্রভৃতি কর বিলুপ্ত হ'য়েছিল। ফারমার্স জেনারেলের পদও তুলে দেয়া হ'য়েছিল। কিন্তু সংবিধান সভা বাৎসরিক ঘাটতি সমস্যার কোন সমাধান করতে পারে নি। সেই সঙ্গে একটি আধুনিক বাজেট ব্যবস্থা গড়ে তুলতেও সংবিধান সভা ব্যর্থ হয়। সরকারের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য অবশ্য কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হ'য়েছিল। প্রত্যেক জমির মালিকের উপর একটি ভূমি কর ধার্য করা হয়। এর ফলে সরকারের বছরে ২৪০ মিলিয়ান লিভ্র অর্থ লাভ হবে বলে আশা করা হ'য়েছিল। শিল্প ও বাণিজ্যের উপরও কর ধার্য করা হ'য়েছিল। তাছাড়া ব্যক্তিগত আয়কর ও অস্থাবর সম্পত্তির উপরও কর ধার্য করা হ'য়েছিল। মিরাবোর প্রস্তাব অনুযায়ী দেশের স্বার্থে একটি 'দেশপ্রেমী' (Patriotic) অনুদানের ব্যবস্থাও করা হ'য়েছিল। আশা করা গিয়েছিল যে, এর ফলে সরকারী কোষাগারে আরও ১০০ লিভ্র জমা পড়বে, চার্চের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ও তা জাতীয়করণ করেও সরকারী আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে এত করেও আর্থিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় নি। বরং তা অনেককেই ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট করেছিল। কৃষকেরা অভিযোগ করেছিল যে, তারা আগের মতই করভারে জর্জরিত হ'য়েছিল এবং অনেকেই কর দিতে অস্বীকৃত হ'য়েছিল। আর্থিক সংকট সমাধানের উদ্দেশ্যে এ্যাসইনট (assignat) নামে এক প্রকার কাগজী মুদ্রা চালু করা হয়। কিন্তু এর ফলে ফ্রান্সকে মুদ্রাস্ফীতির কবলে পড়তে হ'য়েছিল। যুদ্ধের জন্য ব্যয় পরিস্থিতিকে জটিলতর করেছিল। তবে কাগজী মুদ্রার প্রচলন জাতীয় সভাকে তখনকার মত আর্থিক সংকট থেকে রক্ষা করেছিল। সংবিধান সভা সামন্ততন্ত্রের পতনকেও স্বীকৃতি দিয়েছিল। এর ফলে অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ সুবিধার অবসান হয়েছিল এবং তারা প্রায় সাধারণ নাগরিকের পর্যায়ে পরিণত হ'য়েছিল। সামগ্রিকভাবে সংবিধান সভা কিন্তু কৃষকদের ক্ষোভ ও অসন্তোষ দূর করতে পারে নি এবং কৃষি সমস্যার কোন সন্তোষজনক সমাধান করতে পারে নি। তবে বুর্জোয়া শ্রেণী সংবিধান সভার সংস্কারের ফলে উপকৃত হ'য়েছিল। দেশের অভ্যন্তরে অবাধ বাণিজ্য নীতি গৃহীত হ'য়েছিল এবং বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ তুলে দেয়া হ'য়েছিল। দেশের সর্বত্র একই ধরণের মাপ ও ওজন চালু করা হ'য়েছিল। শিল্পের ক্ষেত্রেও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অবসান ঘটেছিল। শিল্প সংরক্ষণ নীতি চালু করা হয়। বহিঃবাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইষ্ট ইণ্ডিয়ায় কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার

Scanned with CamScanner

প্রত্যাহার করা হয়েছিল। উত্তমাশা অন্তরীপের পর বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ আর রইলো না। কৃষকদের মত শ্রমজীবীদের স্বার্থের দিকেও তেমনভাবে নজর দেয়া হয় নি। তাদের সংগঠন গড়ে তোলা ও ধর্মঘট করার অধিকার অস্বীকৃত হয়। কিন্তু মূল্য নিয়ন্ত্রণের কোন চেষ্টা করা হয় নি। তবে অক্ষম শ্রমিকদের সাহায্য দানের জন্য কিছু ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যদিও তা পর্যাপ্ত ছিল না। ঘরবাড়ী সাহায্য বা ত্রাণের ব্যবস্থা ছিল খুবই অকিঞ্চিৎকর। এক কথায় বলা হয় বিপ্লবের ফলে শ্রমজীবী সম্প্রদায় মোটেই উপকৃত হয় নি।

ফরাসী বিপ্লবের সময় চার্চ বিরোধী মনোভাব ছিল তীব্র এবং দার্শনিকরাও চার্চের দুর্নীতি নিয়ে অনেক সমালোচনা করেছেন। এমন কি যাজকরাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, চার্চের সংস্কার অপরিহার্য হ'য়ে পড়েছিল। সংবিধান সভা চার্চের সুযোগ সুবিধার উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। টাইদ, এ্যানেট প্রভৃতি কর এবং একই যাজক কর্তৃক একাধিক পদ অধিকার করার সুযোগ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। চার্চের স্বেচ্ছা কর দানের অধিকার অস্বীকৃত হয়। চার্চের সম্পত্তি জাতীয়করণ করা হয় এবং তা নিলামে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করা হয়। এই সব সংস্কার সত্ত্বেও কিন্তু চার্চের সঙ্গে বিপ্লবের কোন বিরোধ দেখা দেয় নি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চার্চ এই সব সংস্কার মেনে নিয়েছিল। কিন্তু সংবিধান সভা যখন civil constitution of the clergy- র মাধ্যমে চার্চকে প্রত্যক্ষ ভাবে আক্রমণ করলো, তখন বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠল। তবে এই সংঘাত সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে নি বা তা এড়ানো হয়তো অসম্ভব ছিল না। যেমন যাজকদের যখন সরকারী কর্মচারীতে রূপান্তরিত করা হয়, তখন তা নিয়ে কেউ আপত্তি করেনি। প্রোটেষ্ট্যান্টদের ধর্ম আচরণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতাও কোন বিতর্কের সৃষ্টির করে নি। রাষ্ট্র থেকে চার্চের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ নিয়ে তখনই গভীরভাবে ভাবনা চিন্তা করা হয় নি। কিন্তু প্রশাসন নিয়ে হস্তক্ষেপ চার্চ সুনজরে দেখে নি। বিশপরিকের সংখ্যা ১৩৫ থেকে ৮৩ করায় বহু যাজক তাদের রুজি রোজকার হারায়। এই সংবিধান অনুসারে চার্চের সমস্ত পদ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণ করা হবে স্থির হয়। আগে তাদের নিযুক্তির আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিতেন স্বয়ং পোপ। এখন পোপের সেই অধিকার কেড়ে নেয়া হলো। এর ফলে ফ্রান্সের চার্চের জাতীয়করণের কাজ সম্পূর্ণ হয়। যাজকদের যে সরকারের বেতনভুক কর্মচারীতে পরিণত করা হলো, সে কথা আগেই বলেছি। অন্যদিকে আরও ঠিক হয় যে, যে সমস্ত যাজক এই সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ তাদের পদচ্যুত করা হবে। বলা বাহুল্য চার্চের এই সংবিধান যাজকরা ভাল মনে গ্রহণ করে নি এবং ৭ জন ছাড়া অন্য সব বিশপ (১৫৩ জন) ও নিম্ন যাজকদের অনেকেই (প্রায় অর্ধাংশ) এই শপথ নিতে অস্বীকার করেছিল। পোপের পক্ষেও এই সব বিধান মেনে নেয়া সম্ভব হয় নি। বস্তুতঃ চার্চ সংস্কার ফ্রান্সে ধর্মীয় বিভেদ ও বিচ্ছেদের সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে অনেকের মধ্যেই একটা বিপ্লব বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছিল। তেমনি যে সব যাজক এই সংবিধান মানতে চাইলো না, বিপ্লবীরাও তাদের শত্রু বলে মনে করলো।

১৭৯১সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর সংবিধান সভার কাজ শেষ হয় ও তারপরই সংবিধান সভা ভেঙ্গে দেয়া হয়। ১৭৯১ সালের সংবিধান অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। মাত্র এক বছর পরেই এই সংবিধান বাতিল হ'য়ে গিয়েছিল। তবু কিছুটা অনভিজ্ঞতা প্রসূত এবং কিছুটা অতিমাত্রায় তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য এই সংবিধানের মধ্যে নানা অসঙ্গতি

Scanned with CamScanner

থাকলেও ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই সংবিধানের মধ্যেই আমরা একাধারে ফরাসী বিপ্লবের ধ্বংসাত্মক ও গঠনমূলক প্রয়াস প্রত্যক্ষ করি। একদিকে রাজনৈতিক ভারসাম্য ও অন্যদিকে সামাজিক সমন্বয়ের এটি ছিল একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা। কিন্তু প্রচেষ্টা সৎ হলেই হয় না, তা বাস্তব সম্মতও হওয়া চাই। এখানেই ১৭৯১ সালের সংবিধানের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। মিরাবো, বারনেভ প্রভৃতি সমসাময়িক নেতারা এর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। মিরাবো মন্তব্য করেছিলেন — "The disorganization of the kingdom could not have been better planned." মিরাবোর শিষ্য ডুমোঁর (Dumont) মন্তব্য ছিল আরও চমকপ্রদ। তিনি বলেছিলেন — "The Constitution was a veritable monster; there was too much republic for a monarchy and too much monarchy for a republic." ১৭৯১ সালের সংবিধানের সবচেয়ে বড় ত্রুটি হ'লো এই যে, ইংল্যাণ্ডের সংবিধানের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে এবং মন্তেস্কু ক্ষমতা বিভাজন নীতি আক্ষরিক অর্থে প্রয়োগ করতে গিয়ে সংবিধান রচয়িতারা মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। রাজ ক্ষমতা ও আইন সভার ক্ষমতার মধ্যে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হয় নি। রাজার ক্ষমতা বিশেষভাবে খর্ব করা হ'য়েছিল। যে সংবিধান রচিত হ'য়েছিল ও তাতে তাঁকে যতটুকু ক্ষমতা দেয়া হ'য়েছিল, তিনি তা মেনে নিতে বাধ্য হ'য়েছিলেন। সান্ত্বনাস্বরূপ কেবল তাঁকে suspensive veto দেয়া হ'য়েছিল। বলা বাহুল্য ক্ষমতার এই ব্যাপক সংকোচন রাজা কখনই মন থেকে মেনে নিতে চান নি। তবু যেটুকু ক্ষমতা তাঁকে দেয়া হ'য়েছিল, তার দ্বারাও যে তিনি আইন সভাকে অনেকাংশে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারেন, অন্ততঃ চার বছরের জন্য, পরে তা প্রমাণিত হ'য়েছিল। সুতরাং আইন সভার হাতে প্রভূত ক্ষমতা থাকলেও কার্যত আইন সভা দুর্বল ছিল। লেফেভর মন্তব্য করেছিলেন — "This constitutional monarchy was a bourgeois republic. But it was a republic with no real government." আইন সভার অনুমতি ছাড়া মন্ত্রীরা কোন কাজই করতে পারতেন না। কিন্তু রাজা মন্ত্রীদের নিযুক্ত করতেন বলে আইন সভার সঙ্গে তাঁদের সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ছিল প্রায় অসম্ভব একটি কাজ। অন্যদিকে আইন সভা এক কক্ষ বিশিষ্ট হওয়ায় অর্থাৎ উচ্চতর কোন কক্ষ না থাকায় কোন ভুলভ্রান্তি হলে তা সংশোধন করার কোন সুযোগ ছিল না। সংক্ষেপে বলা হয় এই সংবিধান কার্যতঃ অচল ছিল। ডুমো একে একটি "উদ্ভট দানব" বলে খুব একটা ভুল করেন নি। এই সংবিধান যে এক বছরের বেশি স্থায়ী হয় নি, তাতে অবাক হবার কিছু নেই, যদিও এর অস্তিত্ব হয়ত আরও কিছু দিন বেশি হতে পারতো। কিন্তু রাজার সক্রিয় বিরোধিতার জন্য তা সম্ভব হয় নি। অন্যদিকে স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে সংবিধান সভা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও স্থানীয় শাসনের উপর কেন্দ্রীয় শাসনের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এর ফলে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হ'য়েছিল। গুডউইনের মতে একমাত্র শান্তির সময়েই এই ধরণের ব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র প্রশাসনিক ত্রুটিই নয়, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সংস্কারের ক্ষেত্রেও যে সংবিধান সভার কাজ সমালোচনার ঊর্ধে নয়, তা আমরা আগেই দেখেছি। এই সংবিধানে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর স্বার্থ অবহেলিত হয়েছিল। অন্যদিকে civil constitution of the clergy ফ্রান্সে যে ধর্মীয় বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছিল, তার পরিণাম ভাল হয় নি।

সংবিধান সভার বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ সবচেয়ে বড় অভিযোগ হলো মুখে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী সোচ্চারে ঘোষণা করা হলেও, এর রচয়িতারা প্রধানতঃ উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থের কথাই চিন্তা করেছিলেন। সাধারণ মানুষকে তাঁরা কোন গুরুত্বই দেন নি। ভোটাধিকারের প্রশ্নে যেভাবে ফ্রান্সের মানুষকে সম্পত্তির ভিত্তিতে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দু-ভাগে বিভক্ত করা হ'য়েছিল, তা থেকে তাঁদের এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নগ্নভাবে উন্মোচিত হ'য়েছিল।

বিভিন্ন দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও সংবিধান সভার কার্যাবলীর মধ্যেই আমরা একদিকে পুরাতন্ত্রের ধ্বংস ও অন্যদিকে কিছু বৈপ্লবিক আদর্শের সাফল্য প্রত্যক্ষ করি। ১৭৯১ সালের সংবিধান রাজতন্ত্রের অবসান না ঘটালেও স্বৈরতান্ত্রিক ও দৈবসত্ত্বে বিশ্বাসী রাজতন্ত্রের মৃত্যুলগ্ন সমাসন্ন করেছিল। সামন্ততন্ত্রের অবসানের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়ে, পার্লমর বিলুপ্তি ঘটিয়ে, লেত্রি দি কেশে ও ইনটেনড্যান্ট পদ তুলে দিয়ে বিভিন্ন বৈষম্যমূলক কর থেকে জনগণকে অব্যাহতি দিয়ে এবং সর্বোপরি ফ্রান্সের রাষ্ট্রশাসনে অভিজাত শ্রেণীর একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে সংবিধান সভার সদস্যগণ পুরাতন্ত্রের ভাঙ্গন সম্পূর্ণ করেছিলেন। তেমনই রাষ্ট্রশাসনে জনগণের আধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে, নির্বাচনমূলক প্রতিনিধি সভা স্থাপন করে, ভোটাধিকার দান করে, ধর্মীয় স্বাধীনতা সুরক্ষিত করে এবং অবশ্যই মানব আধিকারের মত যুগান্তকারী মানব দলিল প্রণয়ন করে সংবিধান রচয়িতাগণ বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন। কৃষক ও সাঁ কুলোৎদের বিভিন্ন অধিকার ও ন্যায়সঙ্গত দাবী থেকে বঞ্চিত করা হলেও এবং এর ফলে তাদের মধ্যে একটা বিপ্লববিরোধী মনোভাবের জন্ম হলেও সংবিধান সভা যে সব প্রগতিশীল সংস্কার কার্যকরী করেছিল, তার মূল্য কিন্তু কম নয়। বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাদের কিছু কিছু সংস্কার কালজয়ী হয়েছিল। স্থানীয় শাসনে তাদের সংস্কার অব্যাহত ছিল। এই শাসনকাঠামো পরে স্বয়ং নেপোলিয়ানও গ্রহণ করেছিলেন। ১৭৯১ সালের সংবিধান আইনের সংস্কারের গুরত্ব প্রসঙ্গে হ্যাম্পসন মন্তব্য করেছেন— "Perhaps the greatest glory of the constituent Assembly was its reform of the legal system." সবচেয়ে বড় কথা সংবিধান সভা ফ্রান্সে এক নতুন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। ফ্রান্সের মানুষ স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। রবার্টসের (Roberts) ভাষায়— "Politically this constitution had opend Pandora's box. Whatever its restricted economic and institutional foundations, it gave birth to political life in France."[২৪] সংবিধান রচনার সময় ও তার পরে ফ্রান্সের রাজনৈতিক জীবন জটিল হ'য়ে পড়েছিল। নানা ঘাত প্রতিঘাতে পরিস্থিতি হ'য়ে উঠেছিল উত্তাল। অনেকাংশে এই কারণেই ১৭৯১ সালের সংবিধান ভালভাবে কার্যকরী করার আগেই বাতিল হ'য়ে গিয়েছিল।

Scanned with CamScanner